ঘূর্ণিঝড় লায়লা সাগরে শক্তি সঞ্চয় করছে

বিশেষ সংবাদদাতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে ঘূর্ণিঝড়। এর নামকরণ হয়েছে 'লায়লা'। শক্তি সঞ্চয় করে ঘূর্ণিঝড়টি আরও জোরদার হচ্ছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ঘূর্ণিঝড় লায়লার গতি-প্রকৃতি ছিল উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর। শুক্রবার নাগাদ এটি মিয়ানমার, বাংলাদেশ অথবা দক্ষিণ ভারত উপকূল অতিক্রম করতে পারে বলে আবহাওয়া বিশেষজ্ঞ সূত্র জানায়। ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উপকূল অঞ্চলসহ দেশের অনেক জায়গায় অসহ্য ভ্যাপসা গরম অনুভূত হচ্ছে। বন্দরনগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও সমুদ্র উপকূলভাগে, চর, দ্বীপাঞ্চলে থমথমে গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করছে। ঘূর্ণিঝড় লায়লার সক্রিয় প্রভাবে বাংলাদেশ সংলগ্ন উত্তর বঙ্গোপসাগর উপকূল খুবই উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে। চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙ্গরে বড় জাহাজের আমদানি পণ্য লাইটারিং, খালাস পরিবহন কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারি ট্রলার নৌযানগুলো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কূলে ফিরে আসছে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মংলা সমুদ্রবন্দরকে ২নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগের সতর্ক বার্তায় উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয় এবং গভীর সাগরে বিচরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

সোমবার গভীর রাতে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত নিম্নচাপটি শক্তি সঞ্চয় করে উত্তর-পশ্চিমে এগিয়ে এসে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়। গতকাল ভোরে এটি আরও জোরদার হয়ে ঘূর্ণিঝড় লায়লায় রূপান্তরিত হয়। এর আগে আন্দামান সাগর সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে গত সোমবার ভোরে সৃষ্ট লঘুচাপটি শক্তি সঞ্চয় ও ঘনীভূত হয়ে দুপুর নাগাদ সুস্পষ্ট লঘুচাপ ও বিকেল নাগাদ নিম্নচাপে পরিণত হয়।

গতরাতে আবহাওয়া বিভাগের সর্বশেষ প্রাপ্ত বিশেষ বুলেটিনে জানা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত ঘূর্ণিঝড় লায়লা কিছুটা উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, তৎসংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। ঘূর্ণিঝড়টি গত সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১২৯০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১২২০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং মংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১১৮৫ কি.মি. দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছিল। যার অক্ষাংশ ১২.৫ ডিগ্রী উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৫.৫ ডিগ্রী পূর্ব। আবহাওয়া বিভাগ জানায়, ঘূর্ণিঝড় লায়লা আরও ঘনীভূত হয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের সর্বোচ্চ একটানা গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কি.মি.। যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কি.মি. পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাগর খুবই উত্তাল রয়েছে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মংলা সমুদ্র বন্দরকে ২নং দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

xxxxxxxxxxxxxxx